“অদম্য নারী পুরস্কার” কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

পটভূমি:

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমরা সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। এর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (যেমন- সিডও)। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দায় হিসেবেও জাতীয় উন্নয়ন কৌশল পত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নারী বান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটি মডেল হিসাবে গণ্য হচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের সামগ্রীক অগ্রযাত্রা ও নারীর অগ্রযাত্রা পরস্পরের পরিপূরক। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নারীর সাফল্য, নারীর জীবন সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন গোটা জাতির সামনে তুলে ধরা আবশ্যক।

নারী সমাজের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা দূর করে নারীদেরকে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার শক্তিতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উদযাপন কালে দেশব্যাপী “অদম্য নারী পুরস্কার” শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূলের সকল নারী তথা অদম্য নারী অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অন্যান্য নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, সমাজ নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অদম্য নারী; হচ্ছে সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর দেশ ব্যাপী পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অদম্য নারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের অদম্য নারী হতে অনুপ্রাণিত করা।

২। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে অদম্য নারীদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে দিবসগুলো যথাযথভাবে উদযাপন করা।

৫ (পাঁচ)টি ক্যাটাগরির অদম্য নারী:

নিম্নরূপ ৫ (পাঁচ) টি ক্যাটাগরিতে অদম্য নারী নির্বাচন করা হয়:

ক) **অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে)।

খ) **শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী:** একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমন: একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকুলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

গ) **সফল জননী নারী:** একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমন: একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

ঘ) **নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী:** নির্যাতনের শিকার নারী যিনি প্রাণপন চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমন: একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

ঙ) **সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী:** সমাজের যে কোনধরণের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনীয় অবদান রেখেছেন (যেমন: একজন নারী যিনি স্ব উদ্যোগে দরিদ্র ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ক্যাটাগরি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

"অদম্য নারী পুরস্কার" কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মনোনীত প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত ছক

ক্যাটাগরীর নাম :
পর্যায় (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা):

সত্যায়িত ছবি

১.	নাম	:	
২.	পিতা/স্বামীর নাম	:	
৩.	মাতার নাম	:	
৪.	ঠিকানা	:	বর্তমান:
			স্থায়ী:
৫.	বয়স	:	
৬.	বৈবাহিক অবস্থা (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা হলে তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	:	
৭.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	
৮০.	পেশা	:	
৯.	সন্তান সংখ্যা	:	
১০.	আর্থিক অবস্থা প্রার্থীর নিজস্ব সম্পদ। পিতার আর্থিক অবস্থা (পেশা ও আয়): স্বামীর আর্থিক অবস্থা (পেশা ও আয়):	:	
১১.	প্রার্থীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও পূর্বের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র	:	

১২. প্রার্থীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ (বুলেট ফরমে) ৬০০ শব্দ :

১৩. কোন ক্যাটাগরীর জন্য মনোনীত :

১৪. উপরোক্ত ক্যাটাগরীতে মনোনীত করার কারনসমূহ (বুলেট ফরমে) :

১৫. মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষে প্রত্যয়ন :

আমি ..... পদবি ..... "অদম্য নারী পুরস্কার" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় গঠিত ..... পর্যায়ের কমিটির পক্ষে প্রত্যয়ন করছি যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার/প্রপাগান্ডার মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল আবেদন যাচাই ও মূল্যায়ন করে উপরোক্ত মনোনীত প্রার্থীর সকল তথ্যাদি সরজমীনে যাচাই করে সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উপরোক্ত ক্যাটাগরীতে ..... পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে কমিটির সকল সদস্যদের নিয়ে যৌথভাবে মনোনিত করে উর্ধতন কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করলাম। এ বিষয়ে পরবর্তিতে প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে যে কোন প্রশ্নের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং কমিটির সকল সদস্যগণ যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকলাম।

স্বাক্ষর ও সীল

বি: দ্র: প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করা যাবে।